আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতাকর্মীসহ ৪ শতাধিক জনের জামায়াতে যোগদান

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের ৪ শতাধিক নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী সভা ও যোগদান অনুষ্ঠানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ করেন। অনুষ্ঠানে ফুলের মালা পরিয়ে নবাগতদের বরণ করে নেন জামায়াত নেতারা।

বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সলকসহ বিএনপি ও বিভিন্ন দলেন প্রায় চার শতাধিক নেতাকর্মী এ অনুষ্ঠানে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিনের হাতে হাত রেখে শপথ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান আসাদ, সহকারী সেক্রেটারি মাসুদ পারভেজ রাসেল এবং আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুল। সভাপতিত্ব করেন বেলগাছি ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি আমান উদ্দিন।

জামায়াত নেতারা অনুষ্ঠানে বলেন, বিএনপি’র ব্যর্থ রাজনীতিতে হতাশ হয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যেই অনেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিচ্ছেন। তারা নতুনদের সক্রিয়ভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন মুঠোফোনে মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, “আমাদের কোনো নেতাকর্মী জামায়াতে যোগ করেনি। যারা যোগ দিয়েছে তারা আওয়ামী লীগের কর্মী ও সাধারণ জামায়াত ভোটার। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে লোক এনে শো আয়োজন করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সলককে ১১ অক্টোবর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।”

এবিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিনের ফোন রিসিভ করা সম্ভব হয়নি। আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজা জানান, বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন থেকে চার শতাধিক ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন।

মেহেরপুরে বিএনপি থেকে ৭০ নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৭০ জন বিএনপি নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। গতকাল রবিবার এশার নামাজের পর গোপালপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজি রুহুল আমিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর পৌর শাখার আমির সোহেল রানা ডলার, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মফিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি মকলেছুর রহমান, গোপালপুর ওয়ার্ড সভাপতি ইমাদুল হকসহ শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। নতুন যোগদানকারীদের হাতে ফুল তুলে দিয়ে ও দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের আন্দোলনে জামায়াত সবসময় জনগণের পাশে আছে। এই যোগদান আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানান, নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে।

গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী

পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

১৬ বছর পর গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক

কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে রাইপুর ইউনিয়নের কেএবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোট ৪৫৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রবিউল ইসলাম, হাফিজুর রহমান ও হাসিবুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন খলিলুর রহমান ও জাফর আলী।

কাউন্সিল শুরুর আগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আয়োজক কমিটির সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান সাতু, আমিরুল ইসলাম, কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আখেরুজ্জামান, আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী।

জনসভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দাল হক।

সমাবেশ ও ভোটগ্রহণ ঘিরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচনের এমন উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

আগামীকাল সোমবার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “দেশব্যাপী তৃণমূলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর ইউনিটে দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ইউনিটের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। এর

লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে কাউন্সিল আয়োজন কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধীর মামলায় আগাম জামিন পেলেন ২১ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রদের উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা সন্ত্রাস দমন আইনের মামলায় দুই দফায় ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।

আজ বুধবার বিকালে হাইকোর্টের বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান এবং মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ ৯ জন নেতাকর্মীকে ৮ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে মেহেরপুর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল ১৮ মার্চ একই বেঞ্চের বিচারক এই মামলার ১২ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জামিন দেন।

আগাম জামিন প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী পৌর যুবলীগের দফতর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল, সাবেক ছাত্রনেতা বিপ্লব হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ রাজু আহম্মেদ, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আশিকুজ্জামান পিন্টু, ওবাইদুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা ইয়ারুল ইসলাম ও রাশিদুল ইসলাম। মামলায় আসামী পক্ষের

আইনজীবী ছিলেন এডভোকেট হুমায়ুন কবির।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর সভার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টোর ছেলে ইমন বাদী হয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠণের ৩৫ জনকে এজাহার নামীয় ও ১০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সালের (সংশোধনী ২০১২) এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(ক)(খ)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ০২/২৪ ইং, গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ইং জিআর মামলা নং ২২৭/২৪ ইং। মামলাটি বর্তমানে আমলী আদালত গাংনীতে বিচারাধীন রয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, হাইকোর্টেও বেঞ্চে জামিনের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক মামলার আসামিদের মধ্যে দুই দিনে ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের অন্তবর্তিন জামিন দিয়েছেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার

বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো: সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীর সাথে জেলা বিএনপির সাক্ষাৎকার

মেহেরপুর সদর উপেজলার শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীর সাথে জেলা বিএনপির সাক্ষাৎকার করা হয়। আজ রবিবার রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় শ্যামপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৫, ৭, ৮, ৯, নং ওয়ার্ডের বিএনপি’র নেতা কর্মীর সাথে সাক্ষাৎকার আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপি নেতা আবুল হাশেমের নেতৃত্বে আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানে এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ,জেলা বিএনপির

সদস্য আলমগীর ছাতু, খাইরুল বাশার হাফিজুর রহমান, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, রেজাউল হক, অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন শামসুর রহমান সুইট, ফজলুর রহমান, মোমিনুল ইসলাম, জলিল ইসলাম, সাইরুল ইসলাম, সোহেল রানা, পলাশ আহমেদ, রিয়াজুল ইসলাম,

কাবরান হোসেন, আরিফ হোসেন শাহেব উদ্দিন, আলী উদ্দিন, আবু বক্কর, উজ্জল, জলিল, ইয়াকুব, গোলাম, জামিরুল ইসলাম, ইসলাম, আকুল, সহ শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি টিকে থাকলে কেউ দেশ দখল করতে পারবে না- শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, নিজেকে নির্বাচিত এমপি দাবি করে সে আমার কাছেও হাটছে, আমার পরে যারা এসে দাঁড়াইছে তাদের কাছেও হাটছে। তারা হাটছে কেনো চুরি করার জন্য। মানুষের ক্ষতি, লুটপাট করার জন্য। বিএনপি লুটপাটকারী দল না। বিএনপি চাঁদাবাজি দল না। বিএনপি গণমানুষের দল।

শনিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজী মোড় এলাকায় উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, তারেক রহমান বলেছে বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে যারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি করে তাদের ধরে পুলিশে তুলে দেন। এরা বিএনপি করে না। বিএনপি জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছেন, খালেদা জিয়া এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তারেক রহমান গত ১৮ বছর রক্ষা করেছেন। এখন অনেকে নিজেকে বিএনপি দাবি করছে। বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল নিজের জিবন বিপন্ন করে থাকে সে দলের নাম ‘বিএনপি’। বিএনপি যদি দাড়িয়ে থাকে, টিকে থাকে তাহলে বাংলাদেশকে কেউ দখল করতে পারবে না।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বেগম খালেদা জিয়াকে আল্লাহ রক্ষা করেছে। প্রধানমন্ত্রী দাবিদার (শেখ হাসিনা) আরেক প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া) মরে কেন। এত অশ্লীল নিম্নমানের মানুষ তাকে তাড়ানো ছাড়া পথ ছিল না। এখন আসল জায়গায় পড়েছে। কেউ কেউ বলে তিনি শশুর বাড়ি গেছেন। আওয়ামীলীগের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলুর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য এ্যাড. ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, জেহালা ইউপির চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, কেন্দ্রীয় কৃষকদল নেতা আবু জাফর, এ্যাড. শামিম রেজা ডালিম ও উপজেলা যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশে নেতাকর্মীদের নিয়ে যোগদান

গাংনীতে বিএনপি’র প্রতিবাদ সভায় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের নিয়ে যোগদান করলেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও সাবেক মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হোসাইন মোহাম্মদ ও মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মফিজুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার সময় এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

যোগদানের সময় কাথুলী ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড খাসমহল গ্রামের নেতাকর্মী সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নেতাকর্মীদের মটর সাইকেল বহর নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

কাথুলী মোড় থেকে পা হেটে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদকের প্রতিবাদ সমাবেশ কে সাফল্য করার লক্ষ্যে সভায় যোগ দেন।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুছাইন মাহমুদ বলেন, সন্ত্রাসীবাদী আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ও ভারত অগ্রাসনের প্রতিবাদে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক জন নেতা বাবলু ভাইয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিবাদ সভাকে সাফল্য করার জন্য আমরা কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মটর সাইকেল বহর নিয়ে যোগদান করবো এবং আজকের সভাকে সাফল্য মন্ডিত করবো।